দৈনিক খবর

তারিখ 11 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

# ছাত্র সংগঠনগুলোতে 'বিকল্প শিক্ষানীতি' গ্রহণের প্রয়াস

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে সামনে রেখে ছাত্র সংগঠনগুলো একটি বিকল্প শিক্ষানীতি গ্রহণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ছাত্রদের ১০ দফা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারী অনীহার কারণে ছাত্র সংগঠনগুলো এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। নব্বই-এর গণআন্দোলনের সময় তিন জোটের রূপরেখা ও ছাত্র সমাজের ১০ দফা দাবী বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তসমূহ ছাত্র সংগঠনের মনোপুত না হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ ছাত্ররা তাদের দাবীর পক্ষে আন্দোলন করে আসছিল। ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যসহ এ ব্যাপারে কথা বললেও ছাত্রদল ১০ দফার পক্ষে এ যাবৎ বক্তব্য প্রদান করেনি। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই শিক্ষা সংকোচন ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন।

ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপকালে জানা যায়, গত বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেখানো হলেও মূলতঃ শিক্ষা সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে সরকার একদিকে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল পণ্যে রূপান্তরিত করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র বেতন ও ফি বৃদ্ধি করেছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলে ছাত্রদের ওপর এ বর্ধিত ব্যয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা বললেও এখনও পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপারটি তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। ছাত্র সংগঠনগুলো ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সমস্যার চেয়ে দলীয় ও রাজনৈতিক সমস্যাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। অপরদিকে ছাত্র নেতৃবৃন্দও ছাত্রদের মৌলিক সমস্যার চেয়ে দলে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার কৌশল অবলম্বন করছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই ছাত্র রাজনীতিতে আপাততঃ স্থবির অবস্থা বিরাজমান। এ সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্যে ছাত্র নেতৃবৃন্দের তৎপরতা এ মাসের শেষ দিকে শুরু হবে বলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আভাস পাওয়া গেছে। তবে, ছাত্রদের সমস্যার ব্যাপারে এবং তাদের মৌলিক দাবীগুলো মেনে নেয়ায় সরকারকে বাধ্য করার জন্যে সবগুলো ছাত্র সংগঠন এক মঞ্চে অবস্থান গ্রহণ না করলে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন ব্যর্থও হতে পারে বলে বিভিন্ন মহল আশংকা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে আন্দোলন শুরু করেছে। তারা বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে যে আন্দোলন শুরু করেছে তার প্রাথমিক কয়েকটি পর্যায়ে ইতিমধ্যেই মোটামুটি সফলকাম হয়েছে বলে সংগঠনের নেতৃপর্যায় থেকে জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের দাবীটি তাদের দাবীগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিকল্প শিক্ষানীতি ঘোষণার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন গতকাল থেকে তিন দিনব্যাপী গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছে। এ বৈঠকে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে একটি সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে। এ সুপারিশের ভিত্তিতে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রস্তুত করে সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে। গতকাল বৈঠকের প্রথম দিনে শিক্ষার কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়। গোল টেবিল বৈঠক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি শিক্ষক লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পৃথক পৃথক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, প্রফেসর কবীর চৌধুরী, মোজাফফর আহমেদ, ডঃ আনিসুর রহমান, ডঃ রঙ্গলাল সেন, ডঃ অজয় রায়, এম এম আকাশ, আবুল কাশেম ফজলুল হক, মোজাহেদুল ইসলাম সেলিম, হায়দার আকবর খান রনো, আনু মাহমুদ, মাহমুদুর রহমান মান্না ও সুফী মোতাহার হোসেন। আজ শনিবার ও আগামীকাল রোববার পুনরায় বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

গতকালের গোল টেবিল বৈঠকে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাদের কাউকে উপস্থিত দেখা যায়নি। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শিক্ষা কাঠামোর পক্ষে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার পর ১৪ই সেপ্টেম্বর ছাত্র ইউনিয়ন সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করবে এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর বই-খাতা হাতে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালন করবে